ইসলামী নেতৃত্ব

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

ইসলামী নেতৃত্ব

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭৯

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২৭
শ্রাবণ	১৪১৩
আগস্ট	২০০৬

বিনিময় মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI NETTRETTO by Mohammad Kamaruzzaman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 18.00 Only.

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী নেতৃত্ব

ভূমিকা

ইতিহাসের সব যুগেই এক শ্রেণীর লোকের সন্ধান পাওয়া যায়-যারা দেশ, সমাজ ও জাতিকে পরিচালনা করেন। সমাজের দায়িত্ব পালন করেন, মানব সমাজকে প্রভাবিত করেন এবং সমাজের নেতৃত্ব দান করেন। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংগঠন, প্রশাসন, খেলাধুলা অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের সকল পর্যায়ে নেতৃত্বের একটি ভূমিকা আছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নির্দেশ দান, অনুপ্রাণিতকরণ, কাজ সম্পাদন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন, অর্থাৎ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের প্রয়োজন অনিবার্য। সামাজিক জীবনে এক শ্রেণীর মানুষ নেতৃত্ব দান করেন এবং অন্যরা তার অনুসরণ করে থাকেন। অর্থাৎ নেতৃত্ববিহীন সমাজ চলতে পারে না। নেতৃত্ব একটি প্রক্রিয়া যা একটি দল, গ্রুপ বা মানবগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালনা করে। মানব জাতির ইতিহাসের উত্থান-পতন এবং ঘটনা প্রবাহে মানব সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তারা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

বিশ্বজাহানের মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ط

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○ - الزخرف : ٣٢

"আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর আমিই প্রাধান্য দিয়েছি যেন তারা পরস্পর থেকে কাজ নিতে পারে। আর তোমার আল্লাহর রাহমাত সেই ধন-সম্পদ থেকে অধিক মূল্যবান যা (ধনবানরা) দুই হাতে সংগ্রহ করছে।"–সূরা যুখরুফ ঃ ৩২

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে যাদের প্রাধান্য দিয়েছেন বা বিশেষ মর্যাদা ও দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তারা অন্যদের নিকট থেকে কাজ আদায় করেন। অন্যদের পরিচালনা করে থাকেন। যদি কেউ কাউকে না মানতো

www.pathagar.com

বা কেউ নেতৃত্ব দিতে না পারতেন সবাই যদি একই রকম হতেন তাহলে মানব সমাজ অচল হয়ে যেত এবং সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলায় মানব জাতির অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যেত। সুতরাং মানব জীবনে ও সমাজে প্রতিটি অঙ্গনের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি মুহূর্তে নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইসলামের নেতৃত্ব হবে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক

জনগণের সমর্থন বা রায় নিয়ে নেতা নির্বাচিত হবেন। অথবা তার নেতা হওয়ার পেছনে জনগণের অনুমোদন থাকবে। আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি নেতার মর্যাদা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হওয়ার পর নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহ্ বা জনগণের উপর। স্বঘোষিত নেতা হওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। নেতৃত্বের লোভ করা বা দাবী করাটা ইসলামের দৃষ্টিতে নেতা হওয়ার একটা বড় অযোগ্যতা। যে ব্যক্তি কোনো পদ চায় বা তা নিজের জন্য আকাঙ্খা করে নবী স. তাকে সে পদে নিয়োগ করতেন না। হযরত আবদুর রহ্মান ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তোমাকে তা দেয়া হয় তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেয়া হয় তাহলে এ ব্যাপারে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে। আর কোনো ব্যাপারে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটি করে ফেল আর তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও।–বুখারী

হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি নবী করীম স.-এর নিকট গেলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন, যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।–বুখারী

ইসলামের স্বর্ণ যুগের খলীফাগণ মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের নিকট নিজেদের পেশ করেছেন এবং জনগণের অনুমোদন নিয়েছেন, বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তারা জনগণের সামনে হাজির হয়ে তাদের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। তথাপি আমাকে এ শাসন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।........ আমি সত্যিকারভাবেই পসন্দ করি যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমাকে মুক্তি দিয়ে এ দায়িত্ব পালন কর।

www.pathagar.com

ইসলামে নেতা হচ্ছেন খাদেম

"সাইয়েদুল কাওমে খাদেমুহুম।" জাতির নেতাগণ হচ্ছেন তাদের খাদেম বা সেবক—জনগণের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য নয় বরং জনগণের ও সমাজের সেবা করে তাদের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থেকে তাদের সমস্যার সমাধানে ভূমিকা পালন করে তাদের আস্থা অর্জন করেই একজন নেতা দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যারা জনগণের দ্বারে গিয়ে হৃদয় জয় করতে পারবে জনগণ তাদেরকেই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে এবং তাদের ডাকে চূড়ান্ত ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে।

ইসলামে নেতৃত্বের মডেল ও মর্যাদা

মানবজাতির ইতিহাসে নেতৃত্বের দু'টো ধারা পরিলক্ষিত হয়। নবী-রাসূল, আম্বিয়ায়ে কেরামগণের যে কাফেলা আমরা দেখি তারা সরাসরি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গাইডেন্স দ্বারা পরিচালিত হতেন। মানব জাতিকে মানবিক মূল্যবোধ, উন্নত নৈতিকতা, সদাচরণ, মানব জীবনের পরিণতি, সৌভ্রাতৃত্ব, মানবকল্যাণ, সুশিক্ষা, সুকুমারবৃত্তির বিকাশ, মানব সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, সুবিচার ও ইনসাফ কায়েমে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে শেষ নবী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এক বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়ায় এসেছেন। মানব জাতিকে তারা অবতীর্ণ বিধানের আলোকে সত্যিকারের কল্যাণের পথে ডেকেছেন, পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব সন্তানকে আলোর দিশা দিয়েছেন, পাপাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মানবজাতিকে পূর্ণ ও শৃঙ্খলার পথে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। মানব সভ্যতার বিকাশে এ মহান কাফেলার অবদান অবিস্মরণীয় এবং অসাধারণ।

মানব ইতিহাসে আরেক শ্রেণীর লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে নিজ যোগ্যতা, মেধা, প্রতিভা ও সাধনার গুণে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান ও অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, শাসক, দিগবিজয়ী বীর সেনানায়ক, শিল্পী, আইনজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, পণ্ডিত হিসেবে বিশ্বময় খ্যাতি অর্জন করেছেন কিংবা তাদের সময়ে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। আধুনিক সভ্যতার বিকাশে

www.pathagar.com

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কম্পিউটার ও ইনফর্মেশন টেকনোলজির বৈপ্লবিক উন্নয়ন, মহাকাশ অভিযান, চন্দ্রে অবতরণ, মঙ্গল গ্রহে অভিযান ইত্যাদি অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর ঘটনায় অবদান রেখেছেন এবং মানব জীবনের মান ও সভ্যতার উন্নয়নে বাস্তব অবদান রেখেছেন একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এসব মহামানবগণ কিন্তু সত্যিকার অর্থে মানব মুক্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশ দিতে পারেননি। মানব মুক্তি, কল্যাণ, উন্নত নৈতিকতার জয়গান গেয়েছেন মানব সমাজে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রথমোক্ত দল।

ইসলামে নেতৃত্বের যে Concept বা ধারণা সেটা হলো নবী-রাসূল আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ তথা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়া। মুহাম্মাদ স. সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। তার প্রতি নাযিলকৃত পবিত্র কুরআন এবং নবীর সুন্নাহ অনাগত কালের মানবজাতির জন্য পথের দিশা দেবে। দীন ইসলামকে দুনিয়ার বুকে জারী রাখার জন্য উম্মতে মোহাম্মাদীর উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল স.-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবেতাবেয়ীন, ইমাম, মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদগণ দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা নবী-রাসূল, আম্বিয়ায়ে কেরামেরই উত্তরসূরী। কুরআনের পরিভাষায় তারা হচ্ছেন "উলিল আমর"। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج - النساء : ٥٩

"আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে শাসনের দায়িত্ব সম্পন্ন।"–সূরা আন নিসা : ৫৯

ইসলামী নেতৃত্বের শরয়ী মর্যাদা অনেক বড়। এই নেতৃত্বের আনুগত্য রাসূল স.-এর আনুগত্যেরই শামিল। ইসলামী জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নায়েবে রসূলের মর্যাদার অধিকারী। তাঁর অধস্তন নেতৃত্ব পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে তারাও নায়েবে রাসূলের মর্যাদা রাখেন। ইসলামী নেতৃত্বে যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রাম করে তাই তাদের আনুগত্য মানে আল্লাহ ও রাসূল স.-এর আনুগত্য। এ সম্পর্কে রাসূল স. বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আনুগত্য করল।

www.pathagar.com

ইসলামে নেতৃত্বের জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১. খলীফা ২. ইমাম ৩. আমীর। খলীফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। নেতারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেন, এজন্য তাঁদেরকে খলীফাতুল্লাহ ; আল্লাহর রাসূল স.-এর প্রতিনিধিত্ব করেন, এজন্য খলীফাতুর রাসূল এবং মুসলিম জনতার প্রতিনিধিত্ব করেন, সেজন্য খলীফাতুল মুসলিমীনও বলা যেতে পারে।

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা বা অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যিনি সবার আগে চলবেন, অন্যরা তাঁর অনুসরণ করবে। তিনি ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আমানতদারীর এমন নজীর স্থাপন করবেন যে, তিনি সকলের আদর্শ ও অনুসরণীয় নমুনা হিসেবে নিজেকে পেশ করবেন। সুতরাং ইমামত প্রচলিত অর্থে নেতৃত্ব নয়। ত্যাগ ও কুরবানীর বাস্তব প্রতিফলন এ শব্দটির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এজন্য ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে ইমাম বলেও সম্বোধন করা যেতে পারে।

'আমীর' শব্দের অর্থ আদেশ দানকারী। একমাত্র আদেশদাতা আল্লাহ। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য যিনি ন্যায় আদেশ দেন তিনিই আমীর। আল্লাহ এবং রাসূল স.-এর আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করা আমীরের দায়িত্ব। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে আমীরুল মুমিনীনও বলা হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা বা কোনো ইসলামী সংগঠনের নেতাকে কি বলে সম্বোধন করা হবে ? আমাদের মনে হয় খলীফা, ইমাম, আমীর এসব পরিভাষা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় বা করা উত্তম। রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জন্যই এসব পরিভাষা ব্যবহার করা উত্তম। বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের জন্য বা পরিবেশগত কারণে এবং জনগণের সহজভাবে বুঝার জন্য বিভিন্ন ভাষায় নেতা বুঝাতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ ঐসব শব্দেও নেতাকে সম্বোধন করা যেতে পারে। তবে ইসলামী নেতৃত্বকে বর্তমান যুগে সর্বদাই মহানবী স.-কে মডেল হিসেবে সামনে রেখে চলতে হবে। তিনি যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, নির্দেশ দিতেন, সাথীদের সাথে আচরণ করতেন, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে যেসব নীতি গ্রহণ করে চলতেন. ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে যারাই নেতৃত্ব দান করবেন তাদেরকে মহানবী স.-কেই সামনে রাখতে হবে মডেল হিসেবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কেরামের যে কাফেলাটিকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব ও হেদায়াত প্রদানের জন্য পাঠানো হয়েছিল সেই কাফেলার সর্বশেষ ব্যক্তি শেষ নবী খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ স.। মহাবিপ্লবের মহানায়ক হিসেবে নেতৃত্বের এক অসাধারণ নজীর স্থাপন করে গেছেন তিনি। বিশ্ব ইতিহাসকে তিনি যতটা প্রভাবিত করে গেছেন আর কারো পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। বিশ্ব সভ্যতায় তার যে অবদান অন্যদের তার সাথে তুলনা চলে না।

বিপর্যয় ও পতনের গভীরতম তলদেশ থেকে একটি মানবগোষ্ঠীকে তিনি কিভাবে বিশ্বের বুকে সুসভ্য, সুদক্ষ, মর্যাদাবান জাতিতে পরিণত করেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। বিশ্বে আজ তাঁর নামটাই সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত। ব্যক্তি হিসেবে তাঁর উপরই সবচেয়ে বেশী গবেষণা, আলোচনা ও বই পুস্তক রচিত হয়েছে। বিশ্বমুসলিম প্রতি নামাযে মহানবী স.-এর শানে দরূদ পাঠ করেন। মুসলমানরা এ দরূদ পাঠের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছে কিনা তা সংশয়ের বিষয়। দরূদে ঘোষণা করা হয় মুহাম্মদ স. আমাদের নেতা (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ)। তিনিই আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ الاحزاب : ٢١

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"
–সূরা আল আহযাব ঃ ২১

আল্লাহ তা'আলা রাসূল স.-কে 'সিরাজাম মুনিরা' বা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ঃ

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○ الاحزاب : ٤٦

"আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪৬

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ স.-কে যে ইল্ম ও হিকমত দান করেছিলেন সে হিকমত প্রয়োগ করেই তিনি বিশ্ববাসীকে আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন, নমুনা স্থাপন করে গেছেন। তাই তিনিই ইসলামী নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ মডেল।

ইসলামে মানুষের মর্যাদার ভিত্তি

ইসলামে মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে তার নীতি-পরায়ণতা, তাকওয়া ও চরিত্র। এ গুণেই একজন অন্যজনের থেকে মর্যাদাবান বা সম্মানিত হতে পারেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ - الحجرت : ١٣

"বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতি পরায়ণ বা মুত্তাকী। নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

শূরা পদ্ধতি ইসলামী নেতৃত্বের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

মজলিসে শূরা ইসলামী নেতৃত্বের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। আল্লাহ তা'আলা নেতাকে নির্দেশ প্রদানের অধিকার দিয়েছেন। নেতার নির্দেশ পালন করা তার অনুসারীদের জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। কিন্তু সে সাথে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেতাকে দেয়া হয়নি বরং পরামর্শ গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ - الشورى : ٣٨

"যারা নিজেদের রবের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৩৮

নবুওয়াত লাভের অনেক আগেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। হাজরে আসওয়াদ নিয়ে বিবদমান গোষ্ঠীসমূহের বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে যৌবন-কালেই তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দান করেন। মহান আল্লাহই তাকে এ বিচক্ষণতা দান করেছিলেন। কিন্তু এত বড় বিচক্ষণ এ ব্যক্তিটিকেও আল্লাহ পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج - ال عمران : ١٥٩

"সামষ্টিক কাজের ব্যাপারে তাদের পরমর্শ গ্রহণ কর।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

একজন ব্যক্তিকে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলে তার অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থেকে যায়। ক্ষমতার অপব্যবহার একটি মারাত্মক ব্যধি এবং এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ। কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সাথে বহু সংখ্যক লোক, গোটা জাতি কিংবা গোটা সংগঠনের বা দলের

www.pathagar.com

ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত থাকতে পারে। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অথবা তাদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ নেয়া দরকার।

তাছাড়া একজনের মাথা বা একজনের চিন্তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের মাথা এবং চিন্তা উত্তম কিংবা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। একজন ভালো চিন্তার মানুষের সাথে আরো কতিপয় ভালো চিন্তার মানুষের যদি সমন্বয় ঘটে তাহলে সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই আরো ভালো হবে আশা করা যায়।

ব্যক্তি বিশেষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষয়টি প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ লোকদের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে। বড় আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই একক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে বা করতে পারে। নেতৃত্বের আসনে থেকেই সাধারণত স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগটি হয়ে থাকে। এমনসব কাঁচা এবং অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত এককভাবে নেতা নিয়ে ফেলতে পারেন যার পরিণতি হতে পারে খুবই ভয়াবহ। ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার কারণে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত ইসলামী আদর্শ, দল বা রাষ্ট্রকে মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি করে দিতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা শূরা পদ্ধতিকে ইসলামী নেতৃত্বের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মজলিসে শূরার মাধ্যমে সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পান। তাদের মেধা ও বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী আন্দোলনে তারা অবদান রাখতে সক্ষম হন। গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী প্রশ্নে পরামর্শ করা জরুরী। মজলিশে শুরার কাজের আওতা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

১. দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা এবং প্রশাসনিক ও নির্বাহী বিষয়গুলোর দায়িত্ব নেতার উপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে । নেতা যাদেরকে দিয়ে যেভাবে পারেন তা সম্পাদন করাবেন।

২. কোনো জরুরী পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পরবর্তী শূরার বৈঠকে তা অবশ্যই পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩. শূরার সদস্যগণ যাতে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত পেশ করতে পারেন, নেতার সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম সম্পর্কে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন, তার নিশ্চয়তা শূরায় থাকতে হবে।

৪. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ, নীতিমালা, কর্মকৌশল, দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ নির্ধারণের বিষয়সমূহ মজলিসে শূরার নির্বাচিত বা আহলে রায়দের পরামর্শের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে গৃহীত হওয়া উচিত। এসব বিষয়ে কোনো নেতাকে একা সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া উচিত নয় বরং নেতার একা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নেয়া ঠিক নয়।

বিষয়টি যদি এমন হয় ইমাম বা আমীর যদি শুধু তার সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শ শুনেন এবং সিদ্ধান্ত যা নেয়ার নিজের মত অনুসারেই নেন তাহলে পরামর্শ গ্রহণ করা অর্থহীন। কেউ কেউ এমনটি বলতে চান যে, ইসলামী নেতা শূরার পরামর্শ নিবেন তা গ্রহণ করা বা না করা নেতার অধিকার। বিষয়টি যদি এরকমই হতো তাহলে আল্লাহ তার রাসূল স.-কে পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন না।

এ সম্পর্কে বিতর্ক থাকতেই পারে বা এ নিয়ে আরো গবেষণা বা ইজতেহাদ হতে পারে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মার জন্য শূরার বাধ্যবাধকতাই প্রয়োজন ও নিরাপদ।

বর্তমান সময়ের চাহিদা হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর শক্তিশালী শূরা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শূরা সদস্যদের উল্লেখযোগ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ একান্ত জরুরী। আন্দোলনকে গতিশীল ও জীবন্ত আন্দোলনে পরিণত করার জন্য কুরআনিক শূরা পদ্ধতির সর্বোত্তম ব্যবহার আমাদের নিশ্চিত করা উচিত।

নেতৃত্ব আল্লাহর দান

আল্লাহ তা'আলা অনেক মানুষকে নেতৃত্বের অসাধারণ গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেন। সব মানুষকে একই ধরনের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেন না। নেতৃত্ব বিকাশ লাভের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নেতৃত্ব গড়ে উঠা নির্ভর করে। পরিস্থিতিগত কারণেই নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটতে পারে। তবে আল্লাহ প্রদত্ত গুণাবলীর সমাবেশ যাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাদেরকে সামনে এগিয়ে দেয়া উচিত। তারা যদি অনুশীলনকারী বা ইসলাম চর্চাকারী মুসলমান হন তাহলে আন্দোলনের বা সমাজের খেদমত করার সুযোগ তাদের জন্য সৃষ্টি করে দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। তাদেরকে তাদের যোগ্যতানুযায়ী দায়িত্বে নির্বাচিত বা নিয়োজিত করা উচিত যাতে তাদের বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইসলামের জন্য সম্পদে পরিণত হয়। বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো উচিত সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য। ইসলাম অনুশীলন করেন না এমন লোকদের মধ্যে নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় গুণাবলী দেখতে পেলে আমাদের উচিত তাদের সাথে সংলাপ ও যোগাযোগের মাধ্যমে এগিয়ে আনতে উদ্যোগ নেয়া। আর যদি অমুসলিম

www.pathagar.com

কারও মধ্যে নেতৃত্বের অসাধারণ গুণাবলী লক্ষ্য করা যায় তাহলে তার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও দাওয়াত তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। মহানবী স. বলেন ঃ

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا

"মানব সমাজ হচ্ছে খনির মত। জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম যারা, ইসলামেও তারা হলেন সর্বোত্তম যদি তারা সত্যিকার-ভাবে ইসলামকে গ্রহণ করেন।"

নেতৃত্ব ও অর্পিত দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে

ইসলাম একজন নেতাকে যে অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করে তা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ মহান অহীর বাণীর মাধ্যমে এ দায়িত্ব ও অধিকার অর্পণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا

بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ - الحج : ٤١

"এরা সেই লোক, যাদের দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত চালু করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজের নিষেধ করবে। সব ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১

ইসলামী নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক

নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরন হতে পারে। একনায়কসুলভ বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব তার দলের লোকদের উপর আস্থা রাখে না। তার বিশ্বাস কেবল বস্তুগত স্বার্থই মানুষকে অনুপ্রাণীত করে। তিনি আদেশ জারী করেন তা বাস্তবায়নের জন্য এবং কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বরদাশ্‌ত করেন না।

জনকল্যাণমুখী বা হিতৈষী স্বৈরাচার বলেও এক ধরনের নেতৃত্ব লক্ষ করা যায়। এরা অনুসারীদের নিকট থেকে বেশ মনোযোগের সাথেই তাদের বক্তব্য শুনেন এবং গণতান্ত্রিক হওয়ার ভান করেন কিন্তু সর্বদা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নিজের মর্জিমত।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের ধরন হলো, দলের লোকদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়ার সুযোগ দান করেন। কখনো সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রয়োজন ও

www.pathagar.com

যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও প্রশংসা করেন।

আরেক ধরনের উদার নৈতিক নেতা দেখা যায়। এদের নেতৃত্বের উপর নিজেরই আস্থা খুব কম। দলের বা গ্রুপের জন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করেন না। যোগাযোগ ও পারস্পরিক সংলাপ খুবই কম। উপরে যে ধরনের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই কার্যকর এবং ইসলামী শরীয়ত ও খিলাফতি ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গতিশীল। এ নেতৃত্ব ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন এবং দলের মধ্যে ও সমাজে দায়িত্বশীলতা ও দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সংলাপ ও জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনার যে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অঙ্গীকার তা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সব তত্ত্বের সাথে ইসলাম একমত নয়। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত ইসলামী পার্লামেন্ট বা আইনসভা গ্রহণ করতে পারবে না। ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন নেতা বা পার্লামেন্ট। তবে গণতন্ত্রের যে মূল স্পিরিট জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হবেন এবং নেতার দেশ বা সমাজ পরিচালনায় জনগণের সমর্থন বা অনুমোদন থাকবে এটি ইসলামেরও বিধান। গণতন্ত্রে যেমন স্বঘোষিত নেতা হওয়ার সুযোগ নেই। তেমনি ইসলামেও স্বঘোষিত নেতা হওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং ইসলামী নেতা হবেন একজন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নেতা।

❒

www.pathagar.com

ইসলামী নেতৃত্বের কাজ

১. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

নেতা কোনো অবস্থাতেই তার অধীনস্থ লোকদের মধ্যে বৈষম্য করবেন না। সবার সাথে ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করবেন। ধর্ম,বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা বা অঞ্চল নির্বিশেষে সকলেই নেতার কাছ থেকে ইনসাফ পাবেন। এমনকি শত্রুর প্রতি ইনসাফের আচরণ করতে নির্দেশ করে ইসলাম।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط ـ النساء : ٥٨

"আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত এর উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়) ফায়সালা করবে তখন তা ইনসাফের সাথে করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ ـ المائدة : ٨

"হে ঈমানদার লোকজন! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এত দূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর, বস্তুত আল্লাহ্ পরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮

ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে সংগঠনের বা তার আওতাধীন লোকদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে তিনি একটি আভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করতে পারেন এবং কমিটি আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দ্বন্দ্ব, অসন্তোষ দূর করবে এবং কোন বিরোধ অসন্তোষ থাকলে তা নিরসন ও নিষ্পত্তি করবে।

www.pathagar.com

২. গঠনমূলক সমালোচনা, বাক স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা

ইসলামী নেতৃত্ব গঠনমূলক সমালোচনা আহবান করবেন। নিঃসংকোচে লোকদের কথা বলা ও মতামত পেশ করার সুযোগ দেবেন। লোকদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। নেতা দলে বা সংগঠনে মুক্ত চিন্তা, সুস্থ মতবিনিময়, সমালোচনা, পারস্পরিক উপদেশ ও পরামর্শের এমন একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সবাই খোলাখুলি আলাপ আলোচনায় অংশ নিতে স্বস্তি অনুভব করেন। এ প্রক্রিয়ায় নেতার ভুল হওয়ার আশংকা খুব কম থাকবে। কারণ সবাই নেতার তত্ত্বাবধানের সুযোগ পাবেন।

ইসলামী নেতাকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের সহযোগিতামূলক অংশীদারী নেতৃত্ব আন্দোলনের মধ্যে চিন্তার ঐক্য এবং নিজেদের গুণাবলীর বিকাশ খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

৩. লোক তৈরী

ইসলামী নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য উপযুক্ত চরিত্রসম্পন্ন ও সুদক্ষ একদল লোক তৈরী করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ط - الرعد : ١١

"প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।"–সূরা আর রাদ ঃ ১১

মহানবী স. নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখন দীন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন তখন তিনি একদল উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্র সম্পন্ন দক্ষ লোক তৈরীর দিকে সর্বপ্রথম মনোনিবেশ করলেন। সমাজে তখন অনেক সমস্যা ছিল, অন্যায় ও দারিদ্র ছিল। এসবকে ইস্যু বানিয়ে কোন আন্দোলন তিনি গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি রাজনীতি বা সমাজ সচেতন ছিলেন না। তিনি ভালোভাবে এটা জানতেন যে, তিনি মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের যে দাওয়াত দিচ্ছেন মানুষ যদি এ দাওয়াত সঠিকভাবে গ্রহণ না করে এবং তদানুযায়ী তাদের গঠন না করে তাহলে দীন ইসলামের ব্যবস্থাকে সমাজে বিজয়ী করা যাবে না। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় সর্বপ্রথম তাদের নিজেদেরকে ইসলামের রংয়ে রঞ্জিত করতে হবে এবং ঈমানের আলোয় আলোকিত হতে হবে। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একদল মানুষ তৈরী করার জন্য ইসলামী

www.pathagar.com

নেতৃত্বকে উদ্যোগী হতে হবে। এটি হবে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ। মানুষকে তিনি কুরআন হাদীসের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত করবেন, অনুপ্রাণিত করবেন। এভাবে তিনি মুমিনীনে সালেহীনদের একটি দল গঠন করবেন যাদের জীবন হবে অত্যন্ত নেক এবং পরিশুদ্ধ। তার সামনে থাকবে একটি চেইন অব লিডারশিপ। যারা যোগ্যতম উত্তরসূরী তৈরী করতে পারেন তারাই সফল নেতা।

৪. দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং জনগণকে আখেরাতমুখী করা

ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও দাওয়াত মানুষের সামনে তুলে ধরা ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব। দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন তারা সকলেই একই দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। নেতা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণী তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। দাওয়াত জনগণ কতটা গ্রহণ করবেন সেটা জনগণের স্বাধীনতার ব্যাপার। কিন্তু জনগণকে দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দায়ীকেই পালন করতে হবে।

সকল প্রকার ভ্রান্ত মতবাদ, নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ, ধর্মহীনতা, আল্লাহদ্রোহিতা, জাতিপূজা, মিথ্যা কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে তার স্থলে ইসলামের পূর্ণময় কল্যাণধর্মী আদর্শ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়াটাই হবে ইসলামী নেতৃত্বের মৌলিক কাজ। বিশেষ করে আধুনিক যুগে বিশ্বের গোটা দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তিনটি মূল ভিত্তির উপর। যথাক্রমে (১) সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতা (২) ন্যাশনালিজম অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজা (৩) ডেমোক্র্যাসি অর্থাৎ জনগণের শাসন বা জনগণের সার্বভৌমত্ব। ইসলামী নেতৃত্বকে এ তিনটি প্রাপ্ত নীতি ও মতবাদের পরিবর্তে তিনটি আদর্শ মূলনীতি যথা (১) আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য (২) জাতি পূজার পরিবর্তে মানবতাবাদ বা মানবকল্যাণ এবং (৩) গণতন্ত্রের নামে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাওয়াত দিতে হবে। মহান আল্লাহর বন্দেগীর পথে মানব সমাজকে উদ্ধুদ্ধ করে সমাজে ইসলামের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হলে ব্যাপকভাবে দাওয়াত সম্প্রসারণ করতে হবে। দাওয়াত সম্প্রসারণের মাধ্যমেই ইসলামী আদর্শ শক্তি সঞ্চার করতে পারে। এজন্য দাওয়াতকে বলা হয় ইসলামী আন্দোলনের প্রাণশক্তি। সুতরাং ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান কাজ হচ্ছে তীব্র গতিতে দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য কাজ করা। এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মহানবী স. এবং সাহাবায়ে কেরাম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও দাওয়াত সম্প্রসারণে বিরাট অবদান রেখেছেন। যুগে যুগে ইমাম, মুজাদ্দিদ তথা উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে বিরাট অবদান রেখেছেন। মুসলিম উম্মাহর নানাবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও আজও দাওয়াতের সিলসিলা অব্যাহত আছে। স্রোতহীন নদীতে যেমন শেওলা জমে এবং এক পর্যায়ে নদীটি মরে যায় ঠিক তেমনি ইসলামী উম্মাহর যদি দাওয়াতী কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই উম্মাহর গতি থেমে যেতে বাধ্য।

৫. সমন্বয় ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা

মানুষের মধ্যে ভিন্নমত বা মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন ইস্যুতে ভিন্নমত সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে এবং জনস্বার্থে একটি ন্যূনতম ঐক্য গড়ে তোলার মত প্রজ্ঞা নেতৃত্বের থাকতে হবে। নেতৃত্ব সমন্বয় সাধন করবেন বিভিন্ন মতামতের মধ্যে এবং গড়ে তুলবেন বৃহত্তর ঐক্য। বিভিন্ন গ্রুপ ও গোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্যের বিষয়গুলো বিবেচনায় না এনে যেসব ঐক্যের বিষয় আছে সেসব বিষয় সামনে রেখে ঐক্যকে উৎসাহিত করবেন। বিভেদ, হানাহানি, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের কথা নেতার বক্তব্যে ধ্বনিত হবে না। বরং তিনি এসবের পরিবর্তে ঐক্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথাকেই গুরুত্ব দিবেন। জনগণকেও সেভাবেই গড়ে তুলবেন। জনগণ উত্তেজিত হলে তিনি তাদের শান্ত করবেন। জনগণ উচ্ছৃঙ্খল হলে তিনি তাদের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনবেন। যে নেতারা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের আস্থা লাভ করতে পারেন তারাই সত্যিকারের নেতা।

৬. বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় প্রজ্ঞার পরিচয়

যুগে যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের সাথে বিরুদ্ধবাদী মহলের সংঘাত হয়েছে। হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সবসময়ই একটি কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল মহল সক্রিয় ছিল। নেতৃত্ব তার বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করে থাকেন। বর্তমান সময়ে সাধারণত দু'ধরনের বিরুদ্ধবাদী রয়েছে। ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন যারা ইসলামকে স্বীকার করতেই রাজী নন তারা এবং মুসলমানদের ঐ অংশ যারা ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকার কারণে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তারা। যারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের ব্যাপারটাই একরকম। আর যারা নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে কিন্তু ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

www.pathagar.com

বাধা দান করে অথবা ইসলামকে প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গণ্য করে তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন। এজন্য ইসলামী নেতৃত্বকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বিরোধী শক্তির মুকাবিলা করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই শক্তি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল স. তায়েফের প্রান্তরে বিরোধীদের হামলায় রক্তে রঞ্জিত হয়েও প্রতিপক্ষের ধ্বংস কামনা করেননি। আবার মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ নেতাদের অতীতের নির্মম অত্যাচারের জবাবে কোন প্রতিশোধমূলক ভূমিকা পালন করেননি। বরং ক্ষমা ও ভালোবাসার এক নজীরবিহীন আচরণ করেছেন। নেতৃত্ব বিরোধী মহলের সাথে যাতে সংঘাতে জড়িয়ে না পড়েন এ ব্যাপারে সতর্ক থেকেছেন। ফলে লক্ষ করা যায় ইসলামের ইতিহাসে সংঘাত বা যুদ্ধে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে অন্যদের তুলনায় সামান্য। দুটি বিশ্ব যুদ্ধে এবং অন্যান্য বড় বড় যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। সোভিয়েত বিপ্লবে লাখ লাখ মানুষ খুন হয়েছে। সে তুলনায় মহানবী স. বিশ্ব ইতিহাসে এক মহাবিপ্লব সাধন করে অর্ধেক পৃথিবীব্যাপী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খুবই কম সংখ্যক মানুষের জীবনের বিনিময়ে। যেনতেন প্রকারে বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা নয় বরং বিরোধিতার ক্ষেত্রেও ইসলামী নীতি নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা মেনে চলেন ইসলামী নেতৃত্ব। ফলে শত্রু-মিত্র সকলের প্রশংসা এবং আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন ইসলামী নেতৃত্ব।

তবে নেতৃত্বকে অবশ্যই শত্রুপক্ষের কৌশল সম্পর্কে জানতে হবে এবং বৈরী শক্তির চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার মত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচার থেকে আন্দোলনের কর্মী এবং জনগণকে হেফাজত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা বিরোধীদের প্রচার কৌশল দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।

www.pathagar.com

নেতৃত্বের গুণাবলী

১. বুদ্ধিভিত্তিক ও মানসিক শক্তি

নেতৃত্বকে মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং বুদ্ধিভিত্তিক দিক থেকে অগ্রসর হতে হবে। নবী করীম স. বলেছেন, লোকদের নেতা (ইমাম) হবেন সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে বড় অলি। এদিক দিয়ে সমান হলে সেই ব্যক্তি অগ্রসর হবেন যিনি সুন্নাত সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। এতে সমান মানের হলে সেই ব্যক্তি নামায পড়াবেন যিনি হিজরতের ব্যাপারে অগ্রবর্তী। এতেও সমান হলে ইমাম হবেন সেই ব্যক্তি যিনি বয়সে বড়। কোনো ব্যক্তি যেন অপর ভাইয়ের প্রভাব প্রতিপত্তির স্থানে ইমামতি না করে এবং তার ঘরে তার গদির উপর তার অনুমতি ছাড়া যেন কেউ না বসে।

–মুসলিম, মুসনাদে আহমদ।

এ হাদীসে ইমামের গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেহেতু ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়, তাই রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের জন্য নেতা নির্বাচনের সময়ও সেসব গুণের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

উল্লেখিত হাদীসে একজন ইমাম বা ইসলামী নেতার জন্য চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে ঃ (১) কুরআনের জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব (২) সুন্নাত অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশী হওয়া (৩) হিজরত বা অন্য দীনি কাজে অগ্রসর হওয়া (৪) বয়সের দিক দিয়ে বেশী হওয়া।

ইসলামী নেতাকে আলেম অর্থাৎ জ্ঞানী হতে হবে। ইলম অর্জন ছাড়া নেক আমল করা সম্ভব নয়। নেক আমল ছাড়া ইসলামী নেতৃত্বের কল্পনাও করা যায় না।

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইল্‌ম সন্ধানীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আসমান যমীনের সব অধিবাসীই আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের দোয়া করে, এমনকি পানির ভিতরের মাছও। শুধুমাত্র ইবাদাতকারী অপেক্ষা আলেম তত বেশী মর্যাদাবান, যতবেশী মর্যাদাবান, পূর্ণিমা রাতের চাঁদ সমগ্র তারকার তুলনায়। আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ-উত্তরাধিকারী এবং নবীগণ

www.pathagar.com

কোনো টাকা পয়সা রেখে যাননি। তাঁরা রেখে গেছেন শুধু ইল্‌ম। অতএব যে ব্যক্তি এই ইল্‌ম গ্রহণ করলো, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করলো। –তিরমিযি

২. সমকালীন রাজনীতি ও বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা

সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সংঘাতময় বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। নিয়মিত সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সংযোগ থাকতে হবে। বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে নবী করীম স.-এর সাহাবাগণ কতটা সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ বহন করে তৎকালীন একটি যুদ্ধের আশংকা এবং সে যুদ্ধে রোমানদের বিজয় সম্পর্কে হযরত আবু বকর রা.-এর বাজী ধরার ঘটনা থেকে। তাঁর বিশ্লেষণ ও ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে কতটা চিন্তাভাবনা করলে বা খোঁজ খবর রাখলে এ বাজী ধরার ঘটনা ঘটতে পারে তা ভেবে দেখলেই অনুধাবন করা যাবে। আধুনিক যুগে নেতৃত্বের জন্য বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকা জরুরী।

আধুনিককালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্স, তথ্য প্রযুক্তি অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমান কালের নেতৃত্বকে এসবের ব্যাপারে অগ্রগামী হতে হবে এবং এবং বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ বর্তমান যুগটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। যে সময় যে জিনিসটির উন্নতি হয় এবং প্রভাব বেশী থাকে সে সময় নেতৃত্বকে সেসব বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়।

পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা কিভাবে মুকাবিলা করা যাবে তা নিয়ে নেতৃত্বকে চিন্তা গবেষণা করতে হবে এবং চ্যালে মুকাবিলার মত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

একথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাশ্চাত্য শক্তির হাতে আজ বিশ্ব নেতৃত্ব। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এক ধরনের অভিযান পরিচালনা করছে। মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে নানাভাবে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মুসলমানরা অসহিষ্ণু, তারা মানবাধিকার, অমুসলিম ও নারীদের অধিকারে বিশ্বাস করে না ইত্যাদি নানা অভিযোগ প্রচার করে মুসলমানদের ব্যাপারে একটি ভয়ংকর কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী নেতৃত্বকে এ প্রচারণার মুকাবিলায় সঠিক তথ্য তুলে ধরতে হবে।

www.pathagar.com

৩. যোগাযোগের দক্ষতা

নেতাকে বক্তব্য ও লেখনির মাধ্যমেই জনগণের নিকট পৌঁছাতে হবে। এটাই যোগাযোগের দক্ষতা। আমাদের প্রিয় নবীজীকে আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে গণ্য করা হতো। ইসলামের ইতিহাসের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বক্তৃতা ভাষণে দক্ষতা সম্পন্ন ছিলেন। তাদের বাচনভঙ্গী, ভাষাজ্ঞান, পরিবেশনের ধরন ও স্টাইল মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করতো। পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লব ও আন্দোলনের নেতৃত্ব যারাই দিয়েছেন তারা নিজেদের ভাবপ্রকাশ ও বক্তব্য পরিবেশনের চমৎকার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের জোরে মানুষকে আলোড়িত করতে সক্ষম ছিলেন। শুধু বক্তব্য ও ভাষণই নয় তাদের কলম ও লেখনী তাদের যোগ্যতা দক্ষতার স্বাক্ষর।

বক্তব্য রাখার যোগ্যতা যে নেতৃত্বের জন্য অতীব প্রয়েজনীয় তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই জানতে পারি। মূসা আ.-কে যখন ফিরাউন ও তার সভাসদদের নিকট দাওয়াত দানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো তখন মূসা আ. বললেন ঃ

وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ز اِنِّىْٓ
اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ٥ ـ القصص : ٣٤

"আর আমার ভাই হারুন আমার অপেক্ষা অধিক বাকপটু বা বাগ্মিতার অধিকারী। তাঁকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে পাঠান যাতে তিনি আমার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে।"–সূরা আল কাছাছ ঃ ৩৪

দাউদ আ.-কে আল্লাহ্ তা'আলা চমৎকার বাগ্মিতা দিয়ে ছিলেন। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ٥ ـ ص : ٢٠

"আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছি, তাকে আলহিকমা দান করেছি। আর দিয়েছি সিদ্ধান্তকারী বা চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করার যোগ্যতা।"
–সূরা সাদ ঃ ২০

এ আয়াতে নেতৃত্বের দুটো বড় গুণের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। (১) আলহিকমা বা প্রজ্ঞা (২) সুন্দর ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখার যোগ্যতা। সকল নবী রাসূলকেই আল্লাহ তা'আলা এসব গুণাবলী দিয়েছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামকে আল্লাহ এক অস্বাভাবিক বাগ্মিতা শক্তি দিয়েছিলেন। অল্প শব্দের মধ্যে অতি সংক্ষেপে

www.pathagar.com

প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় ভাষায় তিনি যেসব বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে মানবতার কল্যাণের জন্য বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল স. বলেন, আমি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ভাবপ্রকাশক বক্তৃতা ভাষণের যোগ্যতাসহ এসেছি হৃদয় গ্রাহী করে যাতে দীনের দাওয়াত উপস্থাপন করা যায়। এজন্য আল্লাহ যখন মূসা আ.-কে ফিরাউনের কাছে যেতে নির্দেশ দিলেন হযরত মূসা আ. আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ — طه : ٢٥-٢٨

"হে আল্লাহ! আমার অন্তর খুলে দাও। আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জবানের জড়তা খুলে দাও। যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।"–সূরা ত্বোয়াহা ঃ ২৫-২৮

বিশ্ব ইতিহাসে বড় বড় ঘটনা ও সমাজ পরিবর্তনের যারা নায়ক ও নেতৃত্ব প্রদানকারী তাদের যাদুকরী বাকশক্তি ছিল। তারা তাদের আকর্ষণীয় যুক্তিপূর্ণ ও আবেগময়ী বক্তব্য দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে, কাঁদাতে এবং হাসাতে পারতেন। গণসংযোগ ও দাওয়াতের জন্য বাগ্মিতা সত্যিই এক অসাধারণ শক্তিশালী হাতিয়ার। ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর বক্তব্য রাখতে পারদর্শী হতে হবে। অনেকে সহজেই এ গুণটি অর্জন করতে পারেন আবার কাউকে হয়তো বা এজন্য বেশ সাধনা করতে হয়। যে স্টাইলে যে ভাষায় যে ধরনের বক্তব্যে জনগণের মাঝে প্রভাব বিস্তার ও আলোড়ন সৃষ্টি করা যায় সে ধরনের স্টাইল ও ভাষা আয়ত্ব করার জন্য ইসলামী নেতৃত্বকে প্রয়াসী হতে হবে। আধুনিক যুগের নেতৃত্বের জন্য একাধিক ভাষা জানা ও অনুশীলন জরুরী।

৪. উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী

নেতাকে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কোনো কিছুর উদ্যোগ গ্রহণ বা উদ্ভাবনের যোগ্যতা থাকতে হবে। নেতার আওতাভুক্ত কর্মীবাহিনী বা জনগণকে তিনি কিভাবে কাজে লাগাবেন, লক্ষ অর্জনের জন্য কি কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, কোন্ সময় কোন্ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিবেন ইত্যাদি ব্যাপারে নেতার চিন্তা-ভাবনা বা উদ্যোগ নেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। অন্যরা যদি বলে কাজ করায় যেমন—এটা করেন, ওটা করেন, এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করেন, এ কর্মকৌশল অবলম্বন করেন ইত্যাদি, তাহলে বিষয়টি

www.pathagar.com

নেতৃত্বের জন্যে মোটেই সুখকর নয়। এ ধরনের নেতৃত্ব এক সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। নেতৃত্ব হবেন একটি জনগোষ্ঠীর চালিকা শক্তি এবং নেতার ভূমিকা ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিন যেমন বিশাল একটি রেলগাড়ীকে টেনে নিয়ে যায় লক্ষ পানে, ইসলামী নেতৃত্বও তেমনি বিশাল জনমণ্ডলীকে টেনে নিয়ে যাবে মানবতার সঠিক মঞ্জিল সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে।

৫. ভালো মানুষ হওয়া

এ জগত সংসারে ভালো মানুষ, সৎ মানুষের কোনো বিকল্প নেই। একজন ভালো মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা খুব সহজ নয়। একজন লোক অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ হিসেবে সকল মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৪ বছর আগেই মহানবী স. ভালো মানুষ হিসেবে সমাজের সকল মানুষের নিকট স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আমল-আখলাক, চাল-চলন, লেনদেন, মানুষের সাথে আচরণ, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদির মাধ্যমেই একজন লোক সমাজে তার অবস্থান নির্ধারণ করতে পারেন। যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনি যদি লোক হিসেবে ভালো না হন তাহলে সমাজে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। কাজেই একজন নেতাকে অবশ্যই মানুষ হিসেবেই ভালো মানুষ হতে হবে। মানুষ ভালো মানুষের স্বীকৃতি দেয়, তাকে সম্মান করে, বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজে যারা নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে ভালো মানুষরাই সত্যিকার অর্থে সফল নেতৃত্ব হিসেবে সম্মান পেতে পারেন। কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে খারাপ লোক যদি নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে যান তাহলে তিনি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পান না।

৬. দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা

দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা ছাড়া কার্যকর নেতৃত্ব হতে পারে না। নেতা দূরদৃষ্টির সাথে ভবিষ্যত কার্যক্রম ও লক্ষ নির্ধারণ করেন। লক্ষে পৌছার জন্য যুক্তিসংগত কর্মকৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শক্তি কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টিম ওয়ার্ক সৃষ্টি করেন। যাদের মাধ্যমে কৌশল বাস্তবায়ন করা হয় তাদেরকে সর্বোচ্চ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মানব সমাজে নেতৃত্বের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারো মধ্যে নেতৃত্বের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনুশলীন ও সাধনার অভাবে তা কার্যকর নেতৃত্বের রূপ নাও নিতে পারে। নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির বিকাশ চর্চা, পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা, নানা সীমাবদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত

www.pathagar.com

হতে পারে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার অনুসারীদের লক্ষপানে এগিয়ে নেন।

৭. দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা

দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী লোকেরাই পারে অনেক বড় কাজ সম্পাদন করতে। যাদের সংকল্প দুর্বল তারা কোন কাজেই বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন না। দুর্বলচিত্ত ভীরু লোকের পক্ষে আর যাই হোক নেতৃত্ব দান সম্ভব নয়। ভীরু-কাপুরুষদের পেছনে জনগণ সংঘবদ্ধ হয় না কখনো। দৃঢ়চেতা ও দুঃসাহসী লোকেরাই পৃথিবীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। অল্প সংখ্যক লোকই এমন হয়ে থাকেন, আর বেশীর ভাগ লোক সাহসীদের অনুসরণ করে মাত্র।

৮. সময়ানুবর্তিতা

নেতৃত্বের সময় জ্ঞান হবে অত্যন্ত প্রখর। সময় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকবেন তিনি। প্রতিটি সেকেণ্ড যারা কাজে লাগাতে পারেন দুনিয়ায় তারাই বড় কাজ করতে পারেন। সময় থাকতেই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। যথাসময়ে সঠিক কাজটি করতে হবে। বৈঠক, সমাবেশ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। দিনের কাজ দিনে শেষ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এবং কাজ ফেলে রাখার কোন নিয়ম চালু করা যাবে না।

৯. অগ্রাধিকার দান

একজন নেতার সামনে অনেক কাজ আসবে। কোন্ কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এই বোধ যদি না থাকে তাহলে অপ্রয়োজনীয় কিংবা আজে-বাজে কাজে সময় শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নেতৃত্বের যে মূল কাজ তা অনিষ্পন্ন থেকে যাবে। Sense of priority বা অগ্রাধিকার জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেতার কাজ নেতাকে করতে হবে, কারণ নেতার কাজ অন্যদের দ্বারা সম্ভব হয় না।

১০. মানুষের প্রতি ভালবাসা

হযরত আওফ ইবনে মালিক রা. রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন ; তোমাদের উত্তম নেতা হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে, তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে

www.pathagar.com

তারা যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরা যাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। সাহাবাদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি তরবারীর সাহায্যে তাদের মুকাবিলা করবো ? তিনি বললেন, না যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম করতে থাকবে। তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে যদি তোমরা এমন কোন জিনিস দেখতে পাও যা তোমরা অপসন্দ কর, তবে তোমরা তার কাজকে ঘৃর্ণা করতে থাক। কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত টেনে নিও না।"-মুসলিম

এ হাদীস থেকে ভালো নেতা ও খারাপ নেতার পরিচয় পাওয়া যায়। জনগণ যাদের ভালবাসে ও কল্যাণ কামনা করে তারাই ভালো নেতা হিসেবে গণ্য হন। মহব্বত না থাকলে অন্তর থেকে দোয়াও আসে না।

১১. দায়িত্বশীলতা

ইসলামী নেতৃত্ব দায়িত্ব চেয়ে নেন না। কিন্তু তাঁর উপর দায়িত্ব আসলে তিনি সর্বোত্তমভাবে তা পালনের চেষ্টা করেন। মা'কাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূল স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে বসল কিন্তু সে তাদের কল্যাণ কামনা ও খিদমতের জন্য এরকম চেষ্টা করলো না যা সে নিজের জন্য করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাঁকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।-আত তাবারানী

আল্লাহ্র রাসূল স. বলেন, আমার উম্মতের লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের জিম্মাদার হবে, সে যদি লোকদের ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করে তবে হে আল্লাহ্ ! তুমিও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামগ্রিক ব্যাপার ও কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তবে হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ দান কর।
-মুসলিম

উল্লেখিত হাদীস দুটি থেকে পরিষ্কার যে, যাদের উপর নেতৃত্ব আসবে তাদেরকে মানুষের প্রতি দরদী হতে হবে। জনগণের প্রতি ভালোবাসা, তাদের কল্যাণ কামনা, জনগণের প্রতি সহানুভূতি যাদের নেই এবং যারা মানুষের উপর দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয় চাপিয়ে দেয় মুসলমানদের নেতা হবার অধিকার তাদের নেই। এক মুহূর্তের জন্যেও মুসলিম সমাজের নেতা

www.pathagar.com

থাকতে পারে না তারা। আর নেতা যদি মানুষের প্রতি ভালোবাসা রাখেন এবং জনগণের কল্যাণের জন্য পেরেশান হন তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারেন। আর যদি তা না করেন তাহলে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধী, লাঞ্ছিত ও শাস্তির যোগ্য হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

রাসূলে করিম স. বলেন, দীন বলা হয় নসীহত ও কল্যাণ কামনাকে। একথা তিনি একাধিকক্রমে তিনবার বলেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল! এ নসিহত ও কল্যাণ কামনা কার জন্য? উত্তরে তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনগণের জন্য।–মুসলিম

কল্যাণ কামনার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়। কল্যাণ কামনার অর্থ হলো তারা সঠিক কাজ করলে তাদের সহযোগিতা করা, আর অন্যায় কাজ করলে তাদের সৎপথে পরিচালনার চেষ্টা করা। সাধারণ মুসলমান গোমরাহ হলে তাদের যথাসাধ্য বুঝিয়ে সৎপথে আনতে হবে। তারা মূর্খ হলে তাদের মধ্যে দীনের শিক্ষা প্রচার করতে হবে। রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা নিতে হবে, মযলুম হলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যুলুম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন, জানাযার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সংকট মুকাবিলার সামর্থ

সংকটকালে নেতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপদ আপদ বা সংকট যে কোন সময় আসতে পারে। সুতরাং নেতৃত্বে যারাই থাকেন তাদের এ ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। সংঘাত, বিপর্যয়, উত্তপ্ত পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন নেতাকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় বীরত্বের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। সংকট ব্যবস্থাপনা Crisis management নেতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কি পদক্ষেপ নিবেন তার উপর দল, দেশ, জাতি, বা উম্মাহর ভবিষ্যত নির্ভরশীল। তার একটি ভুল শত শত মানুষের জীবন বিপন্ন করে দিতে পারে অথবা বড় ধরনের বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে।

১৩. নেতা হবেন মুত্তাকী এবং ত্যাগ ও কুরবানীতে অগ্রগামী

ইসলামী নেতৃত্ব সর্বদাই তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলবেন। কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন্ কাজে আল্লাহ নারাজ হবেন প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটাই হবে ইসলামী নেতৃতের বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহর

www.pathagar.com

দীনের পথে জান-মাল উৎসর্গ করে দেবার ক্ষেত্রে নেতাই হবেন অগ্রগামী। ত্যাগ ও কোরবানীতে অগ্রগামী হওয়া ছাড়া সত্যিকারের ইসলামী নেতা হওয়া যায় না।

১৪. কথা ও কাজের সামঞ্জস্য

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ۝ - الصف : ٢-٣

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সেই কথা বলো যা তোমরা কর না? আল্লাহ্র কাছে এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা করো না।"—সূরা আস সফ : ২-৩

যারা নেতৃত্ব দান করেন তারা তাদের অনুসারীদের উপদেশ দান করেন। সুন্দর বক্তব্য রেখে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি যেসব কথা বলেন তার জীবনে সেসবের বাস্তবায়ন দেখলে সবাই অনুপ্রাণিত হবেন এবং উৎসাহিত হবেন। আর যদি নেতার মঞ্চের বক্তব্য ও বাস্তব জীবনে ফাঁক থাকে, অসামঞ্জস্য থাকে, তাহলে সেই নেতৃত্বের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকতে পারে না। সুতরাং ইসলামী নেতৃত্বকে অবশ্যই কথা ও কাজে এক হতে হবে।

১৫. সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী

মানুষকে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করা এবং তাদের কর্মসূচীর আলোকে পরিচালনা করার যোগ্যতা নেতার মধ্যে থাকতে হবে। সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে পরিকল্পিতভাবে কাজ করা, রিপোর্ট সংগ্রহ, তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ, পর্যালোচনার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন যে নেতা তিনিই তার লক্ষ হাসিলে সাফল্য লাভ করেন। বর্তমান দুনিয়ায় নেতৃত্ব কাজটাও একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। তাই শাইখ ধরনের বা ব্যক্তিতান্ত্রিক নেতৃত্বের কোনো সুযোগ নেই।

১৬. প্রসাশনিক ও নির্বাহী যোগ্যতা

পরিকল্পনা গ্রহণ, বণ্টন, বাস্তবায়নের মেকানিজম সম্পর্কে নেতা সতর্ক হবেন এবং যাবতীয় কার্যক্রমে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন। যথাযথ লোক নিয়োগ করতে পারলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। কোন্ কাজটি করার যোগ্যতা কার আছে এ সম্পর্কে নেতার সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞান না

www.pathagar.com

থাকলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোথাও কোনো সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিলে দ্রুততার সাথে সমাধান ও নিষ্পত্তি করতে না পারলে সংগঠন বা আন্দোলন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ব্যাপারে যেসব নেতা বা দায়িত্বশীল উদাসীন তারা কোনক্রমেই সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম নন।

১৭. নেতাকে সদাচরণের অধিকারী হতে হবে

নেতার ব্যবহার চালচলন মার্জিত ও সুন্দর হতে হবে। তার ব্যবহারের কোমলতা মানুষকে আকৃষ্ট করবে। সদাচরণের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে কাছে টানতে পারবেন। তার সৌজন্য ও ভদ্রতা হবে প্রশ্নাতীত। তার সাথে সাক্ষাতে মানুষ মনের কথা তাকে খুলে বলতে পারবে। আল্লাহর নবীর কাছে যেমন মানুষ অকপটে তাদের গোপন অপরাধের খবর পর্যন্ত দিতো।

১৮. নেতা হবেন রহমদিল ক্ষমাশীল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ج فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

"হে নবী ! এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছো। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র-স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে তাহলে এসব লোক তোমার চতুর্দিক থেকে দূরে সরে যেত, অতএব এদের মাফ করে দাও। তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর এবং দীনের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোনো বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা কর। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

কুরআন মজীদের এ আয়াত এবং মহানবী স.-এর জীবন ইতিহাস থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, নেতাকে রহমদিলের অধিকারী হতে হবে এবং তার মধ্যে উগ্রতা ও কাঠিন্য থাকবে না। প্রতিশোধ নেয়ার মনোবৃত্তিও তার থাকবে না। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী স. ক্ষমার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

www.pathagar.com

১৯. নেতা হবেন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ও আকাশের মত উদার

আল্লাহর রাসূল স. তায়েফে চরম নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আল্লাহর সাহায্যে তায়েফবাসীকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। মহান আল্লাহ তা'আলাও নবী স.-কে ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

"হে নবী! নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। ভালো কাজের উপদেশ দান করতে থাক এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯৯

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ○ – الشورى : ٤٣

"অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে এটা নিসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৪৩

আল্লাহর রাসূল স. বলেন ঃ

"আল্লাহ নিজে কোমল ও মেহেরবান। তিনি প্রত্যেক কাজে তাই কোমলতা ও মেহেরবানীর নীতি পসন্দ করেন।"–বুখারী ও মুসলিম

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গ্রামবাসী মসজিদে নববীতে পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তাকে শায়েস্তা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছাড় তাকে। আর তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও যাতে পেশাবের চিহ্ন দূর হয়ে যায়। কারণ তোমাদেরকে সহজ নীতি ও ব্যবহারের ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়।"–বুখারী

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ – النور : ٢٢

"তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ তোমদেরকে ক্ষমা করুক। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"–সূরা আন নূর ঃ ২২

www.pathagar.com

মহানবী স.-এর সাথে যারা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে মহানবী স. তাদের সাথেও হাসিমুখে উদার ব্যবহার করেছেন।

২০. নেতা হবেন অল্পে তুষ্ট এবং ত্যাগী

ইসলামী নেতৃত্ব সহজ সরল জীবনযাপন করবেন। অল্পে তুষ্ট থাকবেন। দুনিয়ার সম্পদ ও প্রতিপত্তি অর্জনের পিছনে দৌড়াবেন না।

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط - الحشر : ٩

"তারা নিজেদের তুলনায় অন্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে।"–সূরা আল হাশর ঃ ৯

মহানবী স. ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে অন্যকে অগ্রাধিকার দেবার অসংখ্য নযির পাওয়া যায়। ইসলামী আন্দোলনের নেতার জন্য এটা মানানসই নয় যে, তিনি শুধু তার নিজের প্রয়োজন পূরণের দিকে লক্ষ রাখবেন। নিজে কষ্ট করে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার মত বড় মনের অধিকারী যারা হতে পারেন তারাই সমাজ ও জাতির নেতৃত্ব করার অধিকারী হতে পারেন। আর যারা নিজের সবকিছু ঠিকঠাক রেখে নেতৃত্ব করতে চান তারা এ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারেন না। অন্যকে অগ্রাধিকার দেবার ওয়াজ করা যত সহজ তার বাস্তবায়ন ততোধিক কঠিন। এই একটি গুণ মানুষকে অনেক বড় ও মহান করতে পারে।

২১. নেতাকে তার নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

নেতা জাতিকে আদর্শিক নির্দেশনা দিবেন। তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করবেন। সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবেন। নেতা মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি করবেন। নেতা জনগণের মধ্যে জযবা ও প্রেরণা সৃষ্টি করবেন। নেতাকে তার মূল কাজ সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। লক্ষ হাসিলের জন্য তাকে একটি শক্তিশালী টীম গড়ে তুলতে হবে। কারণ নেতৃত্বের সাফল্য নির্ভর করে তার সঙ্গী-সাথীদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর।

২২. গণভিত্তি অর্জনে যত্নশীল

গণভিত্তি ও ব্যাপক জনসমর্থন ও জনগণের সহমর্মিতা লাভ ছাড়া ইসলামী সমাজ বিপ্লব সফল হতে পারে না। তাই ইসলামী নেতৃত্বকে এ ব্যাপারে সর্বাধিক সচেতন হতে হবে। জনসমর্থন ও গণভিত্তি অর্জনের কাজ কতটা

www.pathagar.com

অগ্রসর হচ্ছে সে ব্যাপারে নেতার দায়িত্ব অনেক বেশী। জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক চর্চা ও ইসলামের শিক্ষা সম্প্রসারণ ছাড়া ইসলামী নেতৃত্ব গণভিত্তি ও জনসমর্থন অর্জন করতে পারবে না। তাই নেতাকে এ ব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে। ইসলামী আন্দোলন যেহেতু জনগণের মধ্য থেকে উত্থিত একটা আন্দোলন তাই জনগণ ইসলামের দিকে যত বেশী অগ্রসর হবেন ইসলামী নেতৃত্বও তত মজবুত হবে। তাছাড়া জনগণই এই নেতৃত্ব বাছাই করবে। নবী করীম স. বলেছেন ঃ

"তোমরা যে ধরনের লোক হবে তোমাদের নেতাও ঠিক সে ধরনের হবে।"–মেশকাত

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সৎ আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্র জনগণ। কাজেই জনগণ যদি সৎ হয় তাহলে তাদের মধ্য থেকে সৎ প্রকৃতির ও আদর্শনিষ্ঠ নেতা বের হবেন। আর জনগণ যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের নেতাও খারাপ হবে। ইসলামে যেহেতু নেতা নির্বাচনে জনগণের সমর্থন প্রয়োজন হয় সেহেতু জনগণ সৎ না হলে তাদের নির্বাচিত নেতা সৎ ও যোগ্য হতে পারে না। আবার অসৎ নেতারাও জনগণকে অসৎ করে ছাড়ে। নেতার আরেকটি বড় কাজ হচ্ছে তার ও জনগণের মধ্যে যারা লিংকম্যান হিসাবে কাজ করবে তাদের গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া। যে নেতার লিংকম্যানরা গণমুখী সেই নেতাও গণমুখী এবং জনপ্রিয়।

নবুওয়াতপ্রাপ্তির অনেক আগেই মুহাম্মদ স.-এর সামাজিক নেতৃত্বের স্বীকৃতি সমাজ দিয়েছে। তাঁকে "আল-আমিন" "আস-সাদেক" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর ব্যক্তিগত তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই তিনি তদানীন্তন সমাজে এক স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছেন। নেতৃত্বের জন্য সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের আস্থা ও স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। সাধারণ জনগণের আস্থা ও স্বীকৃতি লাভে যত্নবান হতে হবে।

২৩. নেতা হবেন ভারসাম্যপূর্ণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন

তাই ইসলামে যেহেতু নেতৃত্ব খণ্ডিত করার কোন অবকাশ নেই, আলাদা নেতৃত্বের অস্তিত্ব নেই, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সেহেতু ইসলামী নেতৃত্বকে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। কোন বিশেষ ঝোঁকপ্রবণতা তার জন্য মানানসই নয়। তিনি রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আত্মিক উন্নতিসহ সার্বিক ব্যাপারে মধ্যম পন্থার অনুসারী হবেন। তার ব্যক্তিত্বে যেমন গাম্ভীর্য ও পরিপক্কতা থাকবে আবার তেমনি

www.pathagar.com

সরলতা ও অন্যদের হাসিমুখে সম্ভাষণ জানানোর গুণাবলীও থাকতে হবে। তার মধ্যে থাকবে কৃচ্ছ্রতা, অধ্যবসায়, সাধনা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা, উন্নত চরিত্র, সুমধুর ব্যবহার ও নমনীয়তা এবং সর্বোপরি আল্লাহপ্রেম, মানবপ্রেমের গুণাবলীর সমাহার।

মানুষ তাদের নেতাকে যেমনটি দেখতে চায়

১. উন্নত নৈতিকতা ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী,
২. জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ,
৩. দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী,
৪. অসাধারণ সততা ও যোগ্যতার অধিকারী,
৫. চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী,
৬. নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও সুমধুর ব্যবহারের অধিকারী,
৭. পরিস্থিতি মুকাবিলা ও সংকট ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী,
৮. ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের প্রতীক,
৯. অধ্যবসায়ী, সাধক ও পরিশ্রমী,
১০. সহনশীল, উদার ও পরিপক্ক,
১১. নির্লোভ, নির্মোহ,
১২. সংগঠন, পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা বিধানে পারদর্শী,
১৩. আস্থাভাজন ও অসহায়ের আশ্রয় দানকারী,
১৪. উদ্যোগী ও সক্রিয়,
১৫. আকর্ষণীয় ও শৈল্পিক মনোবৃত্তির অধিকারী,
১৬. শিক্ষানুরাগী ও সৃষ্টি মনোবৃত্তির অধিকারী,
১৭. দেখতে শোভন, মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদে চৌকষ, স্মার্ট,
১৮. সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দান ও অন্যের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল,
১৯. মানসিকভাবে শক্ত, সজাগ, সচেতন,
২০. দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ,
২১. উদার, মহৎ, ক্ষমাশীল,
২২. খোদাভীরু ও আল্লাহ প্রেমিক,
২৩. পক্ষপাতহীন ও নিঃস্বার্থ
২৪. পরোপকারী ও গণমুখী,
২৫. সকল ব্যাপারে অগ্রগামী ও আদর্শ স্থাপনকারী
২৬. বিপ্লবী ও সংগ্রামী।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com